

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ (বুধবার)

[সময়কাল: ১৫.০৯.২০২১-১৯.০৯.২০২১]



ডিসক্রেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisdp@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

উড়িয়া-ঝাড়খন্ড ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়। পরে আরও দুর্বল হয়ে বর্তমানে সুস্পষ্ট লঘুচাপ আকারে উত্তর মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, সুস্পষ্ট লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।

মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের সকল জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ:

- জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- আউশের জমিতে খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি থেকে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এমিস্টার টপ/টেবুকোনাজল/ফলিকুর ছত্রাকনাশক ব্যবহার করুন।
- গাঙ্গী পোকা দমনের জন্য কার্বোসালফান গুপের কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- বৃষ্টিপাতের পর পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

আমন ধান:

- জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিঘাপ্রতি ১৮০-১৯০ গ্রাম কার্টাপ গুপের অথবা ১০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপোল গুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- খোল পোড়া রোগ দমনের জন্য পটাশ সার সমান দু' কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি প্রস্তুতির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তির সংগে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন। সফলভাবে রোগ দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করুন।
- ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওডিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করুন। খোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

- পাতা মোড়ানো পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধাপ্রতি ১৮০-১৯০ গ্রাম কার্টাপ গুপের অথবা ১০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- আখের কান্ডের লালপচা (রেড রট) রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা মাত্রই জমি থেকে আক্রান্ত গাছ বাড়সহ তুলে ফেলতে হবে। অতি দ্রুত আখের জমি হতে পানি বের করে দিতে হবে।
- আখের কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য আখের গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে উঠিয়ে দিন। জমিতে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছাড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে ডিম্ব পরজীবী বোলতা ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিস প্রতি সপ্তাহে হেক্টর প্রতি এক গ্রাম পরিমাণ (আনুমানিক ৫০,০০০ টি) অবমুক্ত করতে হবে। কীটনাশকের সাহায্যে কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ভিরতাকো ৪০ ডলিউজি (থায়ামেথোক্সাম + ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল) আক্রান্ত আখের ঝাড়ে ভালোভাবে স্প্রে করুন অথবা কারটাপ জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমন- নকোটাপ ৬জি আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিন অথবা গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- বেগুনে উগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত উগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজির হস্ত পরাগায়নের ব্যবস্থা নিন। বিটল পোকা দেখা দিলে সকাল-বিকাল হাত দিয়ে মেরে ফেলুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মরিচে মাকড় আক্রমণ করলে এক কেজি আধা ভাঙা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেকে নেওয়ার পর) পাতার নীচের দিকে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট ৫৭ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে বা ভার্টিমেক ১.৮ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিসি) গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- গুঁপে গাছে মিলি বাগের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/কান্ড সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান পানি অথবা এডমায়ার ২০০ এমএল ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের সাথে কাঁচা ঘাস ও হাতে তৈরি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঘরে মশারী বা মাটির পাত্রে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চারপাশের দুর্গন্ধ দূর করতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ছিটিয়ে দিন।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঘরে মশারী বা মাটির পাত্রে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চারপাশের দুর্গন্ধ দূর করতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ছিটিয়ে দিন।

মৎস্য:

- জলাশয়ে চাষকৃত বড় আকৃতির আহরণযোগ্য মাছ বাজারজাত করুন।
- একই প্রজাতির বড় আকারের (৬-৮ কেজি) আহরণকৃত মাছের ২০% বেশি পোনা মাছ পুনর্মজুদ করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০৯	৩১.৮	২৬.২	রাজশাহী	রাজশাহী	২৩	২৯.৫	২৫.৫
	টাঙ্গাইল	১৪	৩১.০	২৪.৮		ঈশ্বরদী	৫৪	২৮.১	২৫.৯
	ফরিদপুর	০৭	২৯.৩	২৫.৩		বগুড়া	০৫	৩০.৭	২৫.৮
	মাদারীপুর	০৬	৩০.৫	২৫.০		বদলগাছী	০২	২৯.৮	২৫.৩
	গোপালগঞ্জ	৩১	২৭.৩	২৪.৬		তাড়াশ	১৩	২৯.৫	২৫.৭
	নিকলি	১১	৩৩.৩	২৬.৫					
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১০	৩৩.৩	২৬.৫	রংপুর	রংপুর	০১	৩১.৬	২৬.৩
	নেত্রকোনা	০১	৩২.৫	২৬.৮		দিনাজপুর	সামান্য	৩১.২	২৬.০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৩.৩	২৬.০		সৈয়দপুর	০৩	৩১.০	২৫.৮
	সন্দ্বীপ	সামান্য	৩২.৪	২৫.৫		তেঁতুলিয়া	০৭	৩১.৪	২৫.৫
	সীতাকুন্ড	XX	XX	XX	ভিমলা	০৬	৩২.৩	২৫.৪	
	রাঙ্গামাটি	০৬	৩৩.০	২৫.০	রাজারহাট	০১	৩৩.৩	২৬.০	
	কুমিল্লা	০৩	৩২.৫	২৬.১	খুলনা	খুলনা	৩৮	২৮.২	২৫.০
	চাঁদপুর	০৫	৩১.০	২৬.৫		মংলা	১০৬	২৮.৭	২৪.৭
	মাইজদীকোট	০৩	৩২.০	২৬.৪		সাতক্ষীরা	৫৯	২৮.৮	২৫.২
	ফেনী	০০	৩৩.৫	২৫.৮		যশোর	২৫	২৯.৪	২৫.৬
	হাতিয়া	XX	XX	২৪.৮		চুয়াডাঙ্গা	১৬	২৮.৩	২৫.৫
	কক্সবাজার	০০	৩২.২	২৫.৩		কুমারখালী	৬৭	২৭.৫	২৫.৩
সিলেট	কুতুবদিয়া	০৪	৩২.৮	২৫.৬	বরিশাল	বরিশাল	২৬	৩০.০	২৫.০
	টেকনাফ	০১	৩১.৭	২৬.০		পটুয়াখালী	২৯	৩০.১	২৫.০
						খেপুপাড়া	২৩	২৯.১	২৪.৬
						ভোলা	১৩	৩১.৫	২৫.৪

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

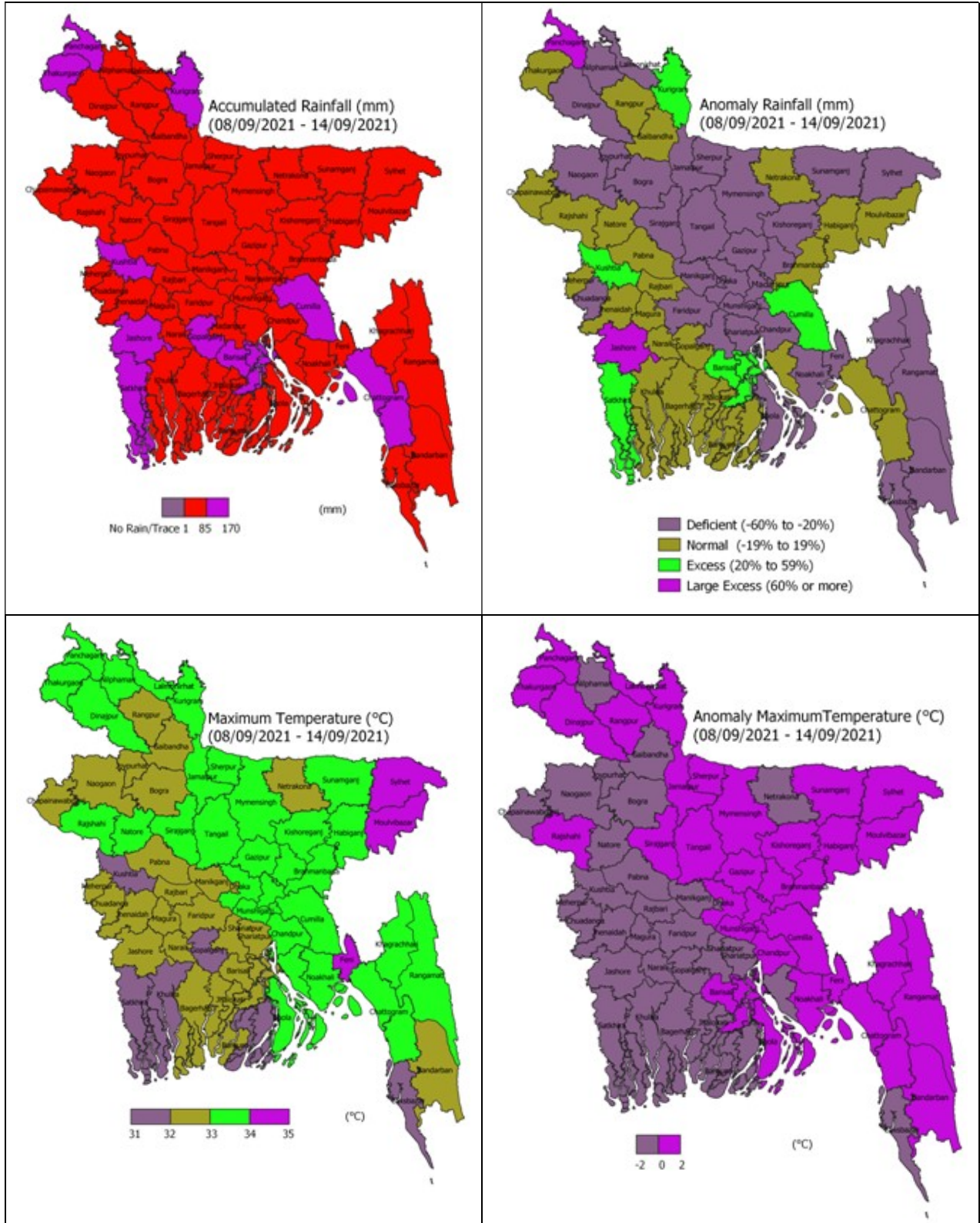
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৯৬ ঘন্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫৮ মিঃ মিঃ ছিল।

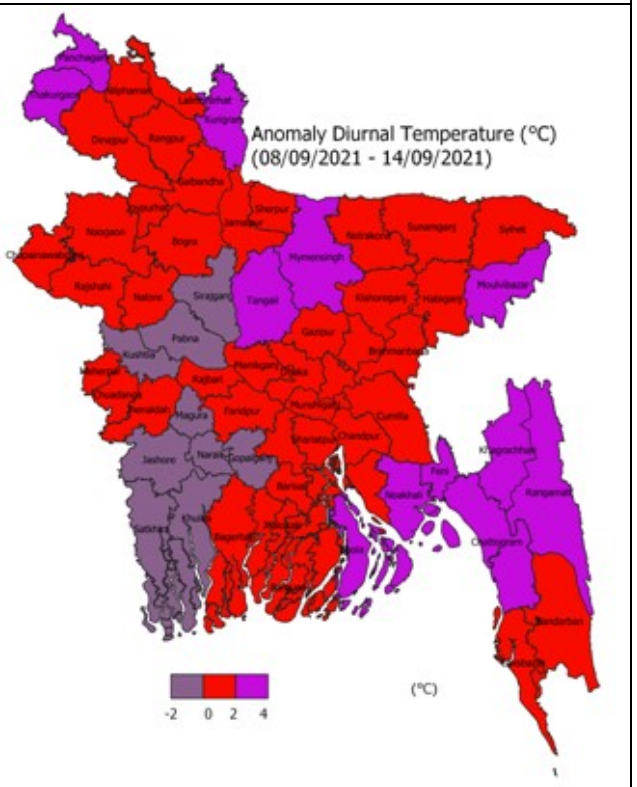
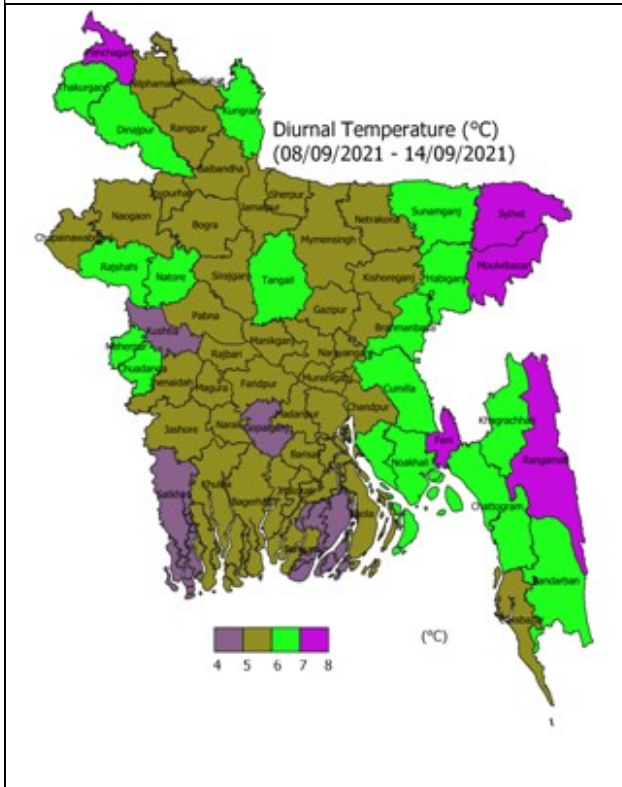
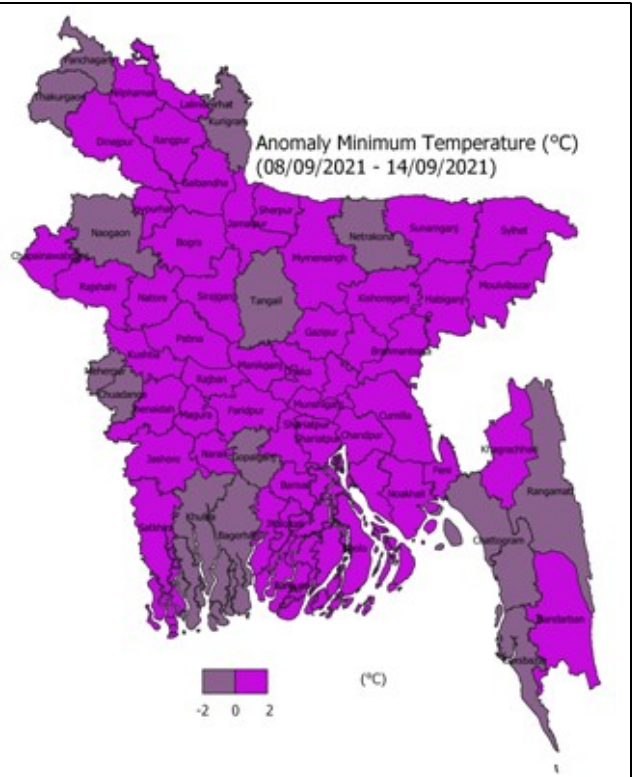
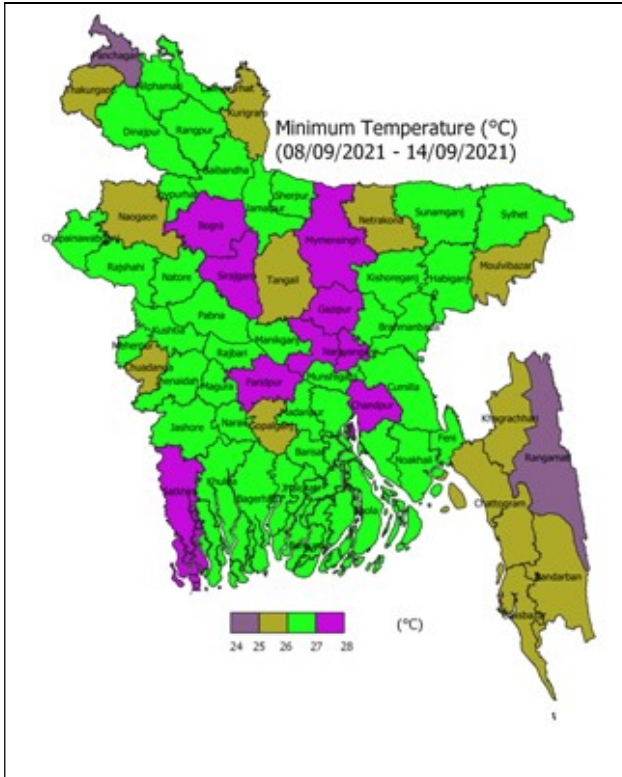
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

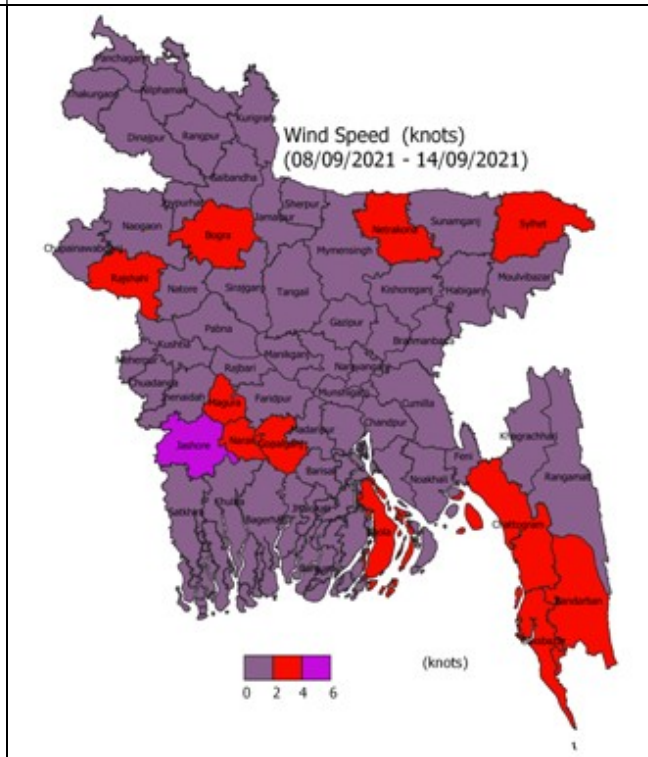
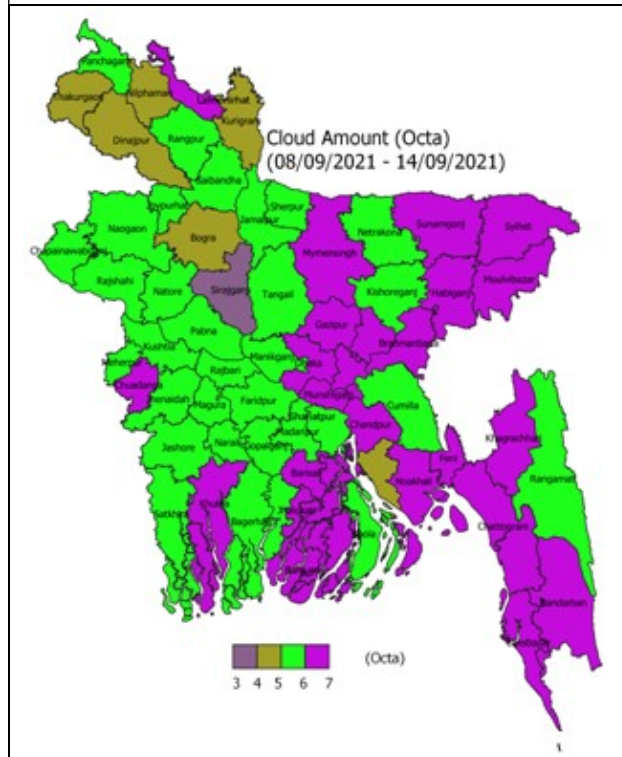
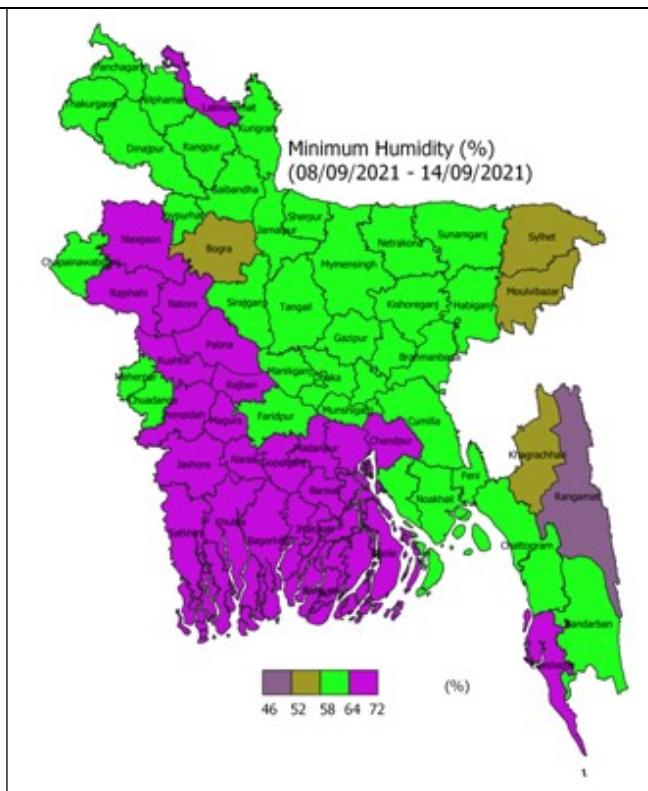
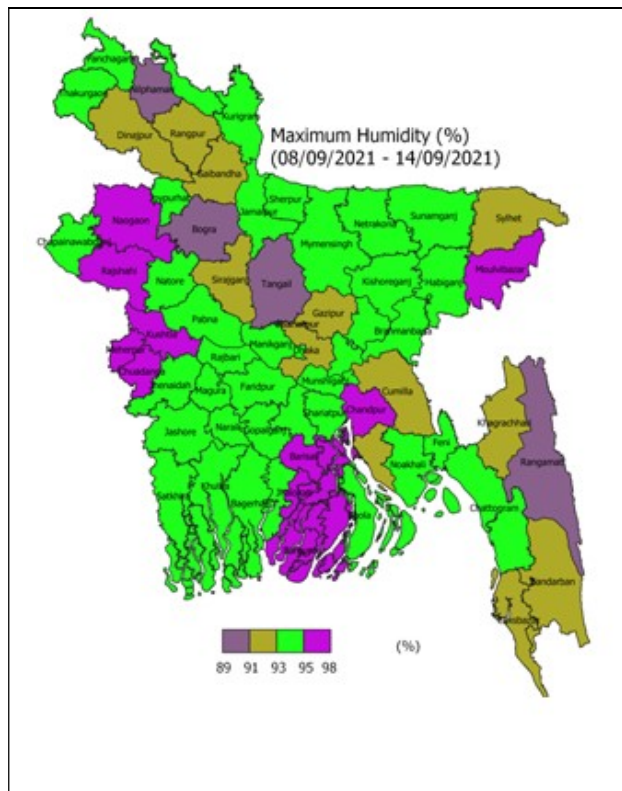
পূর্বাভাসঃ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

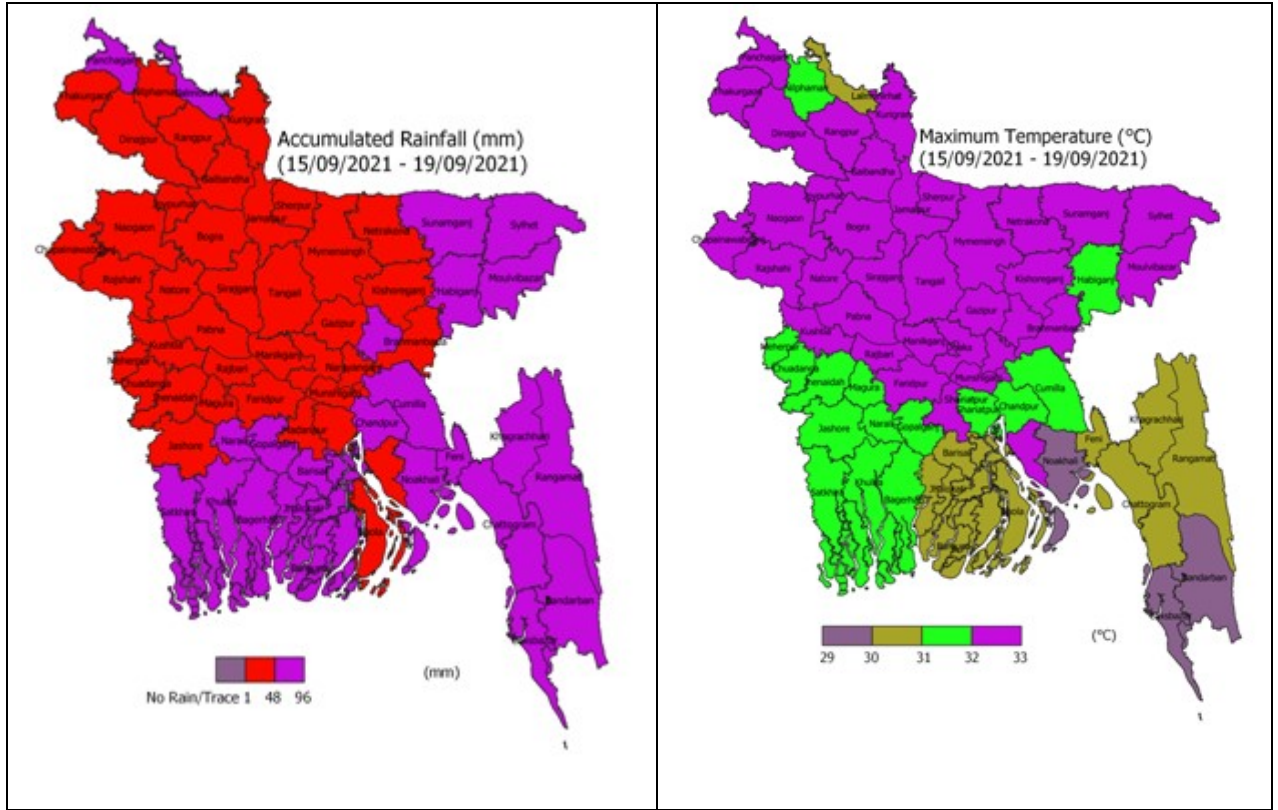
আবহাওয়া পূর্বাভাস ১৫/০৯/২০২১ হতে ২১/০৯/২০২১ তারিখ পর্যন্ত:

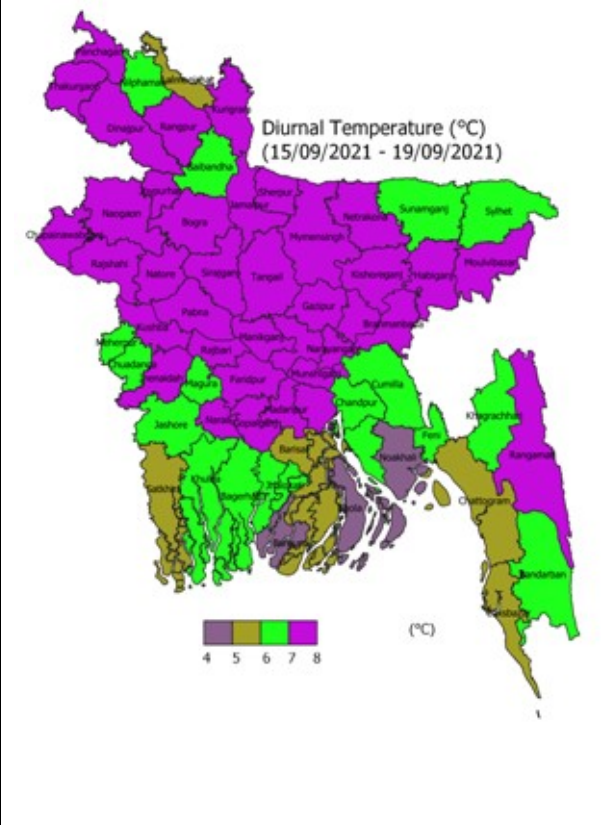
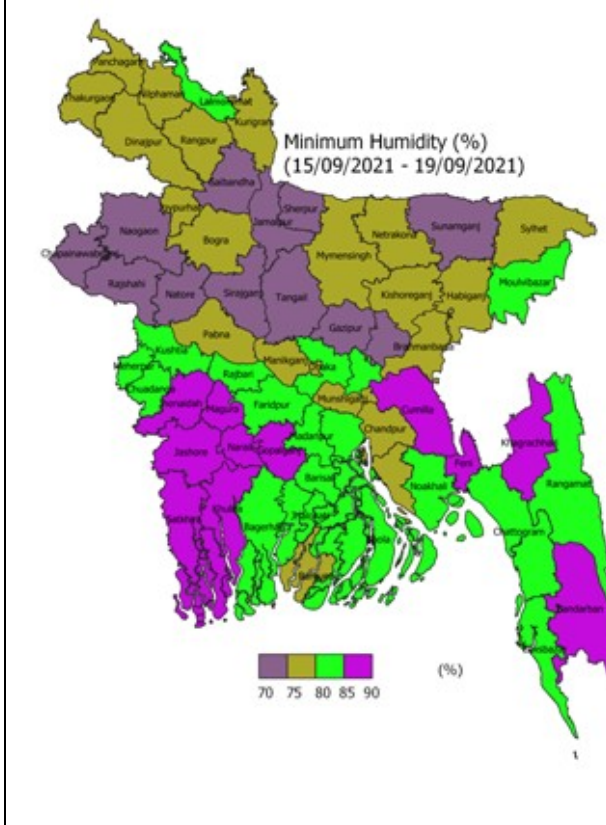
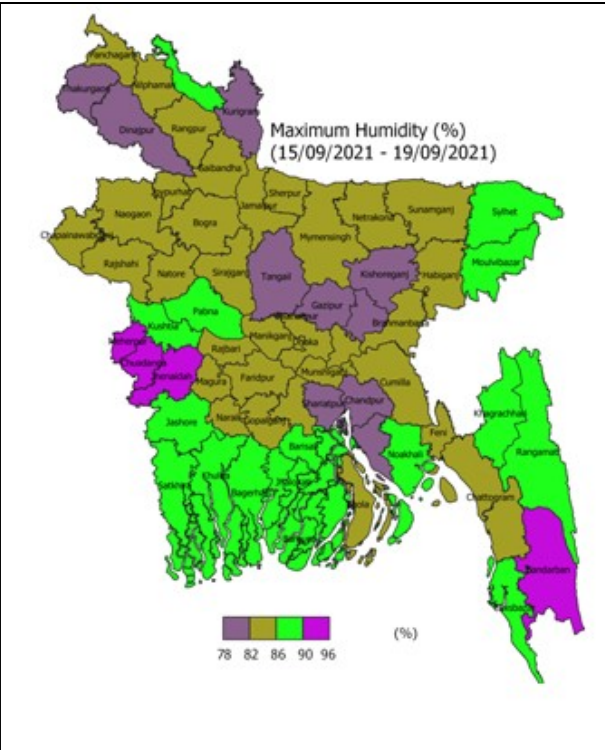
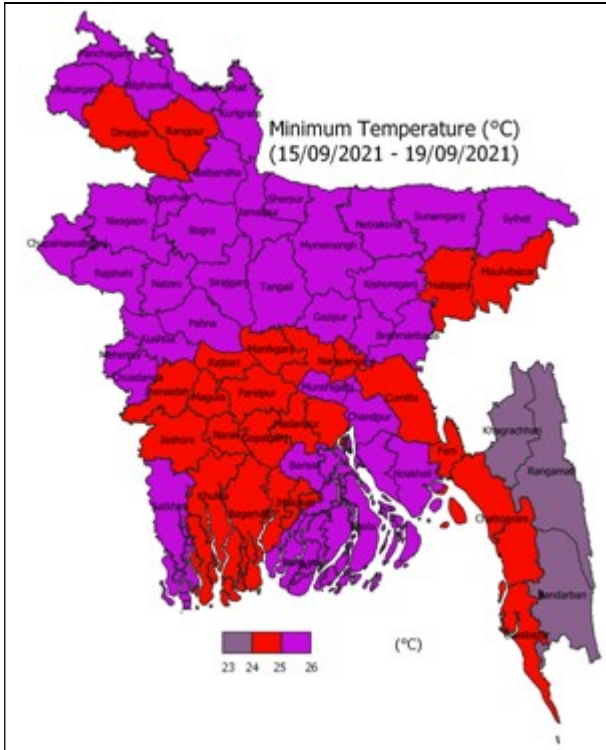
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৩.০০ থেকে ৪.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।

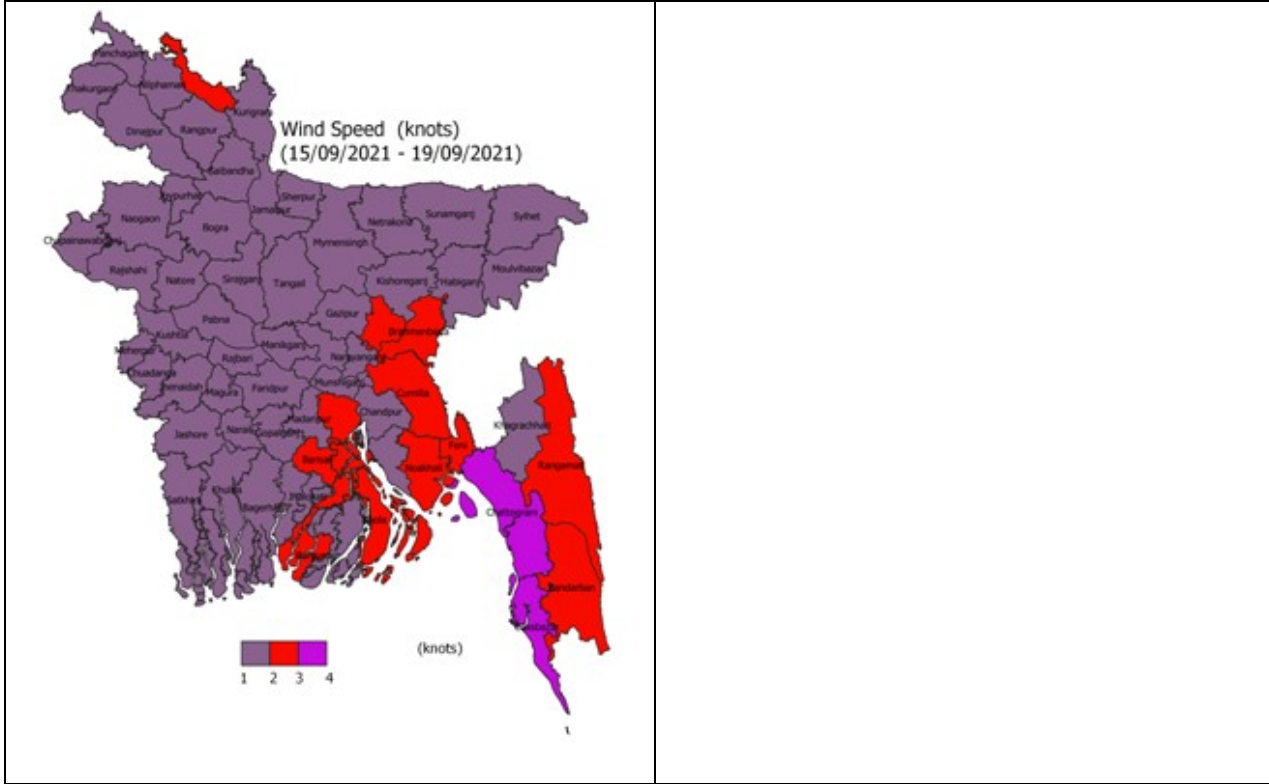
এ সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু স্থানে এবং রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের দুই-এক স্থানে অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০মি.মি/প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরনের (১১-২২মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ স্থানে, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক স্থানে এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু স্থানে অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০মি.মি/প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরনের (১১-২২মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি (২৩-৪৩ মি.মি/প্রতিদিন) ধরনের ভারী থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি/প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৫ সেপ্টেম্বর হতে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)







বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

